ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৩৩৩(আগরতলা-২৬।০৮)
কাঞ্চনপুর,২৬ আগস্ট,২০১৯

## সরকার চাইছে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে : মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কর্মসংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সরকার চাইছে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে। তাই শুধু সরকারি চাকরির উপর নির্ভর না করে বেকার যুবকদের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আজ কাঞ্চনপুর মহকুমার সুভাষনগরে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে উঠা শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (আই টি আই) উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে স্বরোজগারের একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে। বেকার যুবকরা সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির সুযোগ নিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছেন। রাজ্যে স্বনির্ভর যুবকরাই হয়ে উঠছেন জব ক্রিয়েটর।

কাঞ্চনপুরে আজ শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বরোজগারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সরকার শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান মহকুমাগুলিতে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। তারই প্রতিশ্রুতি মতো কাঞ্চনপুরের মতো মহকুমায় শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আজ উদ্বোধন হলো। তিনি বলেন, ভারত সরকার এবং জাপানের মধ্যে এক চুক্তির ফলস্বরূপ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বেকার যুবকরা জাপানে গিয়ে তাদের কাজের দক্ষতার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এই সুযোগ ত্রিপুরার যুবক-যুবতীরাও নিতে পারবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ পরিষেবার আধুনিকীকরণের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ২৯০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এর ফলে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও একটা বিরাট সুযোগ তৈরি হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে একসাথে কাজ করলে রাজ্যের জিডিপি বাড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক বিকাশের পাশাপাশি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে ২০২২ সালের মধ্যে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ রাজ্যে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই রাজ্যে চার জোড়া ডেমো ট্রেন চালু হবে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদিজীর নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতায় আসার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল পরিষেবায় যা বিনিয়োগ হয়েছে তার পঞ্চাশ শতাংশ হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আগামী দিনে ধর্মনগর-কৈলাসহর-পেঁচারথলকে রেলের আওতায় আনার জন্য ৪১.৭ কিমি নতুন রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সুন্দরী কাঞ্চনপুর ভৌগোলিক দিক দিয়ে একটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। একদিকে মিজোরাম ও আসাম এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে এই মহকুমার উন্নয়নের একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি নিচ্ছে।

***২-এর পাতায়

লক্ষ্য রাখতে হবে সীমান্তের সুযোগ নিয়ে কাঞ্চনপুর যেন মাদক চোরাচালানকারীদের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে না পারে। বর্তমান সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকারের এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে কাঞ্চনপুরবাসীকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। নেশাগ্রস্তদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেশাকারবারীদের চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দিন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। এই কাজে স্থানীয় অভিভাবকদেরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে তিনি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাঞ্চনপুরে আজ যে শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো তার যাতে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। আমাদের বিশ্বাস পাঁচ বছর পর এই ত্রিপুরাকে দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসবে। এই সেই ত্রিপুরা যে এক সময় পিছিয়ে পড়া রাজ্য ছিলো। আজ সেই ত্রিপুরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর আশীর্বাদ রয়েছে এই রাজ্যের উপর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক প্রেমকুমার রিয়াং, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, প্রধান সচিব এস আর কুমার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা কিরণ গিত্যে প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন দশদা বি এ সি-র চেয়ারম্যান জিরেন রিয়াং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী নবনির্মিত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। দু'শো আসন বিশিষ্ট এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে ৯.৫ কোটি টাকা। এই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে।

*****